

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করুন এবং সুখী হউন।

-শ্রীল প্রভুপাদ



শ্রীল অভয়চরণাবিন্দ ভক্তিবৈদ্য স্বামী প্রভুপাদ

প্রতিষ্ঠাতা আচার্য-আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্কন)।

অর্চন-পদ্ধতি



আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ (ইস্কন)

শ্রীশ্রী রাধাগোবিন্দ জিউ মন্দির

৫নং চন্দ্রমোহন বসাক ষ্ট্রিট, ওয়ারী, ঢাকা-১২০৩ ফোন : ৭১১৬২৪৯

শাখা :- স্বামীবাগ আশ্রম

৭৯, ৭৯/১ স্বামীবাগ রোড, ঢাকা-১১০০। ফোন : ৭১১৫৭৪৩

প্রকাশক :

ইস্কন, হরেকৃষ্ণ নামহট্ট, বাংলাদেশ।

প্রথম সংস্করণ :

৫,০০০ কপি

শ্রী কৃষ্ণের জন্মষ্টমী

১২ই আগস্ট ২০০১ ইং

গ্রন্থ স্বত্ব :

ইস্কন বাংলাদেশ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।

ভিক্ষা : পনের টাকা মাত্র।

মুদ্রণে : সত্য প্রিন্টিং প্রেস

ক-৯৬, কুড়িল, বিশ্বরোড, ঢাকা, ফোন : ৬০২১২৩, ০১৯-৩৪৫৭৯২

শ্রীশ্রী ৩৯ গৌরাসৌ জয়তঃ

অর্চণ পদ্ধতি

জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ। শ্রীঅষ্টৈত গদাধর শ্রীবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।

ভূমিকা

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পাঁচশ বছরের ও কিছু আগে পশ্চিমবঙ্গে নদীয়া জেলায় শ্রীধাম মায়াপুরে আবির্ভাব হয়। হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। এই পবিত্র মহামন্ত্র কীর্তনের মধ্য দিয়ে তিনি সকল স্তরের মানুষকে সর্বোচ্চ ভগবত প্রেমে উদ্ধৃত হতে শিক্ষা দেন। তাঁর ভবিষ্যৎ বাণী ছিল যে, পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম। এই শিক্ষা একদিন বিশ্বব্যাপি ছড়িয়ে পড়বে। শ্রীমৎ এ, সি, ভক্তিবেন্দান্ত স্বামী প্রভুপাদ (১৮৯৬-১৯৭৭) এর একক প্রচেষ্টায় প্রকৃত পক্ষে তা বাস্তব রূপ লাভ করে। তিনি আন্তর্জাতিক কৃষ্ণতাবনামৃত সংঘ গড়ে তোলেন এবং বিশ্বব্যাপী এর কর্মধারায় প্রসার ঘটান।

মানুষ সঠিক পথটি খুঁজে পেতে চায় কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক বাস্তবতা এই যে সঠিক দিক নির্দেশনা খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত কঠিন। নিজেদেরকে সাধু বলে প্রচার করে থাকে দুনিয়ায় এমন লোকের অভাব নেই। এদের প্রায় সকলেই ভণ্ড অবতার, অপদার্শনিক ও ভ্রান্ত শাস্ত্র সিদ্ধ-গুরু।

তাই কৃষ্ণভক্তি সম্পর্কে আন্তরিক ভাবে সেবা পূজা করতে আগ্রহী ব্যক্তিদের সহায়তার জন্য ইস্কন এই অর্চণ পদ্ধতি খানি উপহার দিচ্ছে। এ ব্যাপারে আগ্রহী ব্যক্তির গ্রন্থখানি মনযোগ সহকারে পড়বে বলে আশা করি।

নিজেকে শুধু সনাতন ধর্মাবলম্বী বলে দাবী করার মধ্যে গৌরবের কিছু নেই। যদি আমরা যথাযথ ভাবে ধর্ম পালন না করি। মহাপ্রভুকে আমরা সকলেই মানি কিন্তু তিনি যে আদর্শ এবং বিধিবদ্ধতার নির্দেশ দিয়েছেন সেটা যারা পালন করছে না তাদের জীবনে এটা দুর্ভাগ্য ছাড়া কিছুই নয়।

সুতরাং ইস্কন সকলকে সনাতন ধর্ম বা মহাপ্রভুর আদর্শ পালনে সম্পূর্ণ সহযোগীতা করছে। তাই “হরেকৃষ্ণ” মহামন্ত্র জপ করুন ও সুখী হোন। Chat “Harekrishna” and be happy.

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে কেন অর্চণ বা পূজা করতে হবে ?

এর উত্তরে বলতে হয় জীব কৃষ্ণের নিত্য দাস। তিনি প্রভু আমরা তাঁর দাস। তাই সেবা করে তাঁর প্রীতি বা সন্তুষ্ট বিধান করাই আমাদের কর্তব্য। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ও গুরুদেবকে প্রত্যক্ষ মনে করে প্রীতি বা সন্তুষ্ট করবার জন্য অরুণোদয় হইতে রাত্রি পর্যন্ত ভগবৎ উদ্দেশ্যে আন্তরিকতার সহিত যে সকল কর্ম করা হয় তাহাই অর্চণ ও পূজা, যার ইস্তিতে সকল কিছুই পরিচালিত হচ্ছে এবং আমাদের জীবনে ভাল মন্দ, সুখদুঃখ প্রতিভাত হচ্ছে। আমাদের সুখ শান্তি পেতে হলে অবশ্যই সুখশান্তির মালিককে খুশী করতে হবে। আর সেই মালিক হলো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ।

একেলু ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভূত।

যারে জৈছে নাচায় সে ভৈছে করে নিত্য। (চৈঃচঃ)

এতে চাংশ কলা কৃষ্ণভূ ভগবান স্বয়ম। (ভাগবত)

শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং পূর্ণ ও পরম ঈশ্বর। আর দেবদেবী সকলেই তার ভূত বা অংশের অংশ মাত্র।

সুতরাং ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সেবা পূজা করলেই সকল দেবদেবী সুখী হন। এমন কি মানুষ ও প্রকারের ঋণ থাকে। সেটা কোন ভাবেই ঋণ শোধ করা যায় না কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অর্চন পূজা দ্বারা সন্তুষ্ট করতে পারলে ঐ সকল ঋণ থেকে আপনা থেকেই মুক্ত হওয়া যায়।

তাঃ বলেছে :- দেবর্ষিভূতাষ্টনুগাং পিতৃনা ন কিংকরো নায়ঋণী চ রাজন্।

সর্বাঋণা যঃ শরণং শরন্যং গতো মুকুন্দং পরিত্যক্ত্য কর্তম্।

যিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরন কমলে স্রনন নিয়েছেন, তার আর দেবতা, মুনিস্বর্ষি, রাজা, জনসাধারণ, পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন ও গুরুদেবের প্রতি কোন কর্তব্য থাকে না। আপনা থেকেই সকল কর্তব্য সমাপন হয়ে যায়।

রাধাকৃষ্ণ কলিযুগে গৌরাস্ত মহাপ্রভু রূপে এলেন। কলির জীবকে উদ্ধারের জন্য শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, রাধাকৃষ্ণ নহে অন্য রূপানুগ জনের জীবন।

মহাপ্রভুর বাণী :- পৃথিবীতে আছে যত নগরাদি গ্রাম, সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম। এই বাণীর সার্থকতা করলেন শ্রী অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবাদ্য স্বামী প্রভুপাদ ১৮৯৬ হইতে ১৯৭৭ পর্যন্ত পান্চাত্য দেশে প্রচার করে।

“হবেকৃষ্ণ”

মন্দির

মন্দির বললে বাংলায় জনসাধারণের মন্দির বুঝায়। বাড়ীতে পূজার ব্যবস্থা থাকলে তাকে ঠাকুর ঘর অথবা পূজামন্ডপ নামে অভিহিত করা হয়। শাস্ত্র অনুসারে বাড়ীতে এবং মন্দিরে পূজার মান ভিন্ন ভিন্ন। বাড়ীতে সঠিক সময় সূচী অনুসরণ করা অত্যাৱশ্যক নয় তবে পরিচ্ছন্নতা অভ্যস্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ আছে এমন মন্দিরসমূহের দিকে কমপক্ষে পাঁচবার ভোগ নিবেদন ও আরতি করতে হয়। তবে বাড়ীতে পরিবারে খাবার প্রয়োজনে যা রান্না হয় তাই নিবেদন করা যায়।

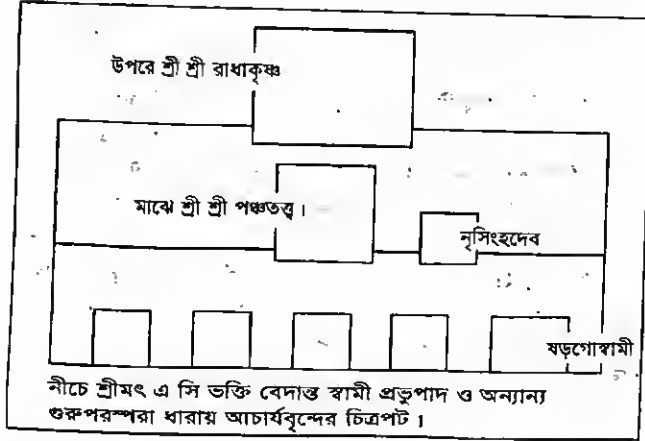
প্রত্যেক বৈষ্ণবের নিয়মিত মন্দিরে যাওয়া উচিত। তিনি বাসগৃহে একটি ঠাকুরঘর তৈরী করে নিতে পারেন। একই এলাকার কয়েকজন বৈষ্ণব থাকলে তারা মিলিতভাবেও একটা মন্দির নির্মাণ করতে পারেন।

মন্দির সাদাসিধা অথবা জাঁকজমকপূর্ণ হতে পারে। তবে মন্দির সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। শাস্ত্রে আছে যিনি মন্দির পরিষ্কার করেন তাঁর হৃদয় পরিষ্কার হয় ভগবানের আরাধনার জন্য নির্দিষ্ট এটা একটা পবিত্র স্থান। সেখানে কোন বাজে কথা অথবা উচ্চস্বরে চিৎকার চলতে দেয়া যায় না। মন্দিরে ধূমপান নিষিদ্ধ। এখানে কীর্তন গানকে উৎসাহিত করা উচিত। তবে পল্লীগীতি, সিনেমার গান অথবা অন্যান্য সাধারণ গান চলতে পারবে না। কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে কীর্তন ব্যতীত আর কোন গান বাজনা মন্দিরে নিষিদ্ধ। মন্দিরে উপস্থিত হয়ে ভক্তরা ঈশ্বরের প্রতি পুরোপুরি মনোনিবেশ করবেন।

এভাবে মন্দিরের পবিত্রতা রক্ষা করতে হয়। অবৈষ্ণব আচরণ (যেমনঃ- মাছ খাওয়া) ত্যাগ করতে না পারা পর্যন্ত বাড়ীতে বিগ্রহ স্থাপন উচিত নয়। এ ধরনের কারও বাড়ীতে বিগ্রহ থাকলে পূজার উচ্চমান বজায় রাখা উচিত।

গুরু বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে শুধুমাত্র ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, তাঁর অবতার, অন্তরঙ্গ শক্তি এবং গুরু ভক্তবৃন্দ বিগ্রহ ও ছবির মাধ্যমে পূজিত হতে পারেন। অন্যান্য দেবদেবীসহ কৃষ্ণপূজার প্রচলিত আচার শাস্ত্র অনুমোদিত নয়। অন্যান্য দেবদেবীকে সম্মান করলেও তত্ত্বরা একথা জানেন যে, কৃষ্ণের তুলনায় এসব দেবদেবীর তেমন কোন গুরুত্ব নেই। তাই তারা একনিষ্ঠভাবে একমাত্র কৃষ্ণপূজাই করে থাকেন।

পূজার বেদীতে চিত্রপটসমূহ স্থাপন করার ব্যাপারে আমাদের অভ্যাস সতর্ক হতে হবে। রাধাকৃষ্ণ পঞ্চতত্ত্বের পূজনীয় তাই পঞ্চতত্ত্বের চিত্রপট যুগল মূর্তির নীচে স্থাপন করতে হবে। পৃথক সিংহাসনে রাখতে হবে। একই ভাবে পঞ্চতত্ত্ব ও রাধাকৃষ্ণ এবং রাধাকৃষ্ণ আচার্যগণের পূজনীয়। তাই তাঁদের চিত্রপট পঞ্চতত্ত্বের নীচে রাখতে হবে। রাধাকৃষ্ণ চিত্রপট সিংহাসনে রাখা ভাল। তবে সিংহাসন না থাকলেও তা দোষগীর্ণ নয়। কিন্তু মূর্তিসমূহ অতি অবশ্যই সিংহাসনের উপর স্থাপন করতে হবে। ছবিতে এর কিছু নমুনা দেখানো হলো :-



মন্দিরের অভ্যন্তরে আচরণ সম্পর্কে অনেক বিধি-নিষেধ রয়েছে। যেমন বিগ্রহের সামনে খাওয়া চলবে না, বিগ্রহকে পৃষ্ঠ প্রদক্ষিণ করা চলবে না ইত্যাদি। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে হলে অনুসন্ধিৎসু পাঠক ভক্তিরসামৃত সিদ্ধ গ্রন্থের 'বর্জনীয় অপরাধ' নামের পরিচ্ছেদ পড়তে পারেন।

মন্দিরের কর্মসূচী

ঐতিহ্যগতভাবে মন্দির সমূহের তৎপরতার সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী রয়েছে সব ধরনের কর্মসূচী প্রতিদিন নিষ্ঠার সাথে পালন করলে তাতে মনকে কৃষ্ণ তাবনায় স্থাপিত করতে খুব সাহায্য হয়। খুব ভোরে উঠে সাধনা করা আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য অভ্যাস সহায়ক। বর্তমান কালের মানুষ ব্রাহ্মমূহুর্তের গুরুত্ব ভুলে গেছে। কিন্তু এর বিপুল আধ্যাত্মিক সম্ভাবনাই শক্তি রয়েছে। শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, যে ব্যক্তি খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে না সে আধ্যাত্মিক জীবন সম্পর্কে আন্তরিক নয়।

বিশ্বের সর্বত্র ইসকনের মন্দির সমূহের প্রচলিত কর্মসূচী নিম্নরূপ :-

ভোর ৪ টা ৩০ মিঃ মঙ্গলারতি, ভোর ৫টায় তুলসী আরতী, ভোর ৫-৩০ মিঃ নৃসিংহ প্রার্থনা, সকাল ৭টায় গুরু পূজা। ৭.১০ শৃংগার আরতী এরপর তগবত পাঠ পরে মহাপ্রসাদ সেবা।

সন্ধ্যা-৬-৪৫ তুলসী আরতী, ৭টায় গৌর আরতী পরে নৃসিংহ আরতী ও ভজন পাঠ।

সংক্ষিপ্ত অর্চন-পদ্ধতি

নিত্যকৃত্য

বিষয়	পৃষ্ঠা
নিত্যকৃত্য	৭
তগবৎ-প্রবোধন	৮
মঙ্গলারাত্রিক	৯
বাল্যভোগ	৯
পূজার প্রারম্ভিক কার্য	১২
পূজাবিধি	১৩
আদৌ শ্রীগুরুপূজা	১৬
শ্রীগোবিন্দ-পূজা	১৯
শালগ্রামের স্নান	২২
শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পূজা	২২
পদ্যপঞ্চক	২৫
ভোগ ও আরতি	২৭
পরিশিষ্ট	২৯

সাধক ব্রাহ্মমূহর্তে (অরুণোদয় কালে) শ্রীশ্রী গুরু-গোবিন্দ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর জয়গানপূর্বক পঞ্চতত্ত্ব ও শ্রীকৃষ্ণনাম কীর্তন করিতে করিতে শয্যাভ্যাগ করিবে। তৎপর পৃথিবীকে প্রণামপূর্বক ভূমিস্পর্শ করিয়া প্রার্থনা করিবে-

“সমুদ্রমেথলে দেবী! পর্বত-স্তনমণ্ডলে।

বিম্বপত্তি! নমস্তুতাং পাদস্পর্শ ক্ষমস্ব মে ॥”

তৎপর গৃহ হইতে বাহিরে গিয়া শৌচ, দন্তধাবন, মুখ-হস্ত-পাদ প্রক্ষালনপূর্বক স্নান করিয়া (অসমর্থ পক্ষে রাত্রিবাস পরিত্যাগপূর্বক) শুদ্ধ বস্ত্র পরিধান করিবে। তৎপর আসনে বসিয়া (দিবাতাগে পূর্বমুখ, রাত্রিকালে উত্তরমুখ হইয়া) দ্বাদশ অঙ্গে তিলক করিবে এবং নিম্নলিখিত মন্ত্রে আচমন করিবে-

দক্ষিণহস্ততালুতে কিঞ্চিৎ (এক গুণ্ড) জল লইয়া- ‘ও কেশবায় নমঃ’ বলিয়া একবার, ‘ও নারায়ণায় নমঃ’ বলিয়া একবার, ‘ও মাধবায় নমঃ’ বলিয়া একবার জল পান করিবে। তৎপর হস্ত প্রক্ষালন করিয়া হাতঘোড়া করিয়া বলিবে-

“ও তদ্বিক্ষোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সূরয়”।

দিবীচ চক্ষুরাততম্ ॥”

তৎপর ব্রহ্মগায়ত্রী পাঠ করিয়া শিখাবন্ধন করিবে এবং তৎপর গুরুদেব হইতে প্রাপ্ত দীক্ষামন্ত্রে প্রত্যেকটি দশবার করিয়া জপ করিয়া প্রাতঃকালীন আহ্নিক সারিবে।

ভগবৎ-প্রবোধন

শ্রীমন্দিরের দরজার সম্মুখে গিয়া তিনবার করতালি দিয়া প্রার্থনা করিবে—

“উগ্রসেন মহাবাহো কৃষ্ণদ্বাররক্ষক ।

ক্ষুটয় কপাটদ্বারং বিষ্ণুপূজা করোম্যহম্ ॥”

এই প্রার্থনান্তে মন্দিরের কপাট খুলিয়া সুইচ টিপিয়া আলোক জ্বালাইবে ও তৈলপ্রদীপটিও জ্বালাইবে । এই সময় ঘণ্টা বাদন করিতে করিতে কিছু স্তবস্তুতি করিবে ও তাহা না পারিলে পঞ্চস্তব ও মহামন্ত্র কীর্তন করিবে । অতঃপর পূজার আসনে বসিয়া পূর্ববৎ আচমন করিবে । তৎপর ঘণ্টাধ্বনি সহকারে শ্রীবিগ্রহগণের শয়নস্থানে গিয়া মশারী উত্তোলন করিবে এবং শ্রীগুরুদেবের পাদস্পর্শ করিয়া বলিবে—

“উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ শ্রীগুরো ত্যজ নিদ্রাং কৃপাময়ঃ; পরে শ্রীগৌরাস্কের পাদস্পর্শ করিয়া বলিবে—

“উত্তিষ্ঠোত্তিষ্ঠ গৌরাস্ক জহি নিদ্রাং মহাপ্রভো!”

স্তবদৃষ্টি-প্রদানেন তৈলোক্যমঙ্গলং কুরু ॥”

পরে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের পাদস্পর্শ করিয়া বলিবে—

“গো-গোপ-গোকুলানন্দ যশোদানন্দবর্ধন ।

উত্তিষ্ঠ রাধয়া সাধং প্রাতরাসীজ্জগৎপতে” ॥

তাহারা এখন উঠিয়া সিংহাসনে স্ব স্ব স্থানে সুখোপবিষ্ট হইয়াছেন চিন্তা করিবে । তারপর দস্তকাঠ ও জিহ্বা-শোধনী দিতেছ ভাবনা করিয়া মুখ প্রক্ষালনার্থ জল দিবে—

ইদং মুখ-প্রক্ষালন উদকং এতং গুরবে নমঃ (৩ বাব ডাবরে জলভাগ)

“ ” ” ” শ্রীং রাধিকায়ৈ নমঃ (” ” ”)

“ ” ” ” ক্রীং গৌরায় নমঃ (” ” ”)

“ ” ” ” ক্রীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা

(৩ বাব ডাবরে জল ভাগ)

অনন্তর বস্ত্রখণ্ডদ্বারা শ্রীমুখ ও হস্ত-পদাদি মুছাইয়া দিতেছি তাবনা করিবে । তৎপর তুলসী ব্যতীত সিংহাসনে যে কিছু বাসী পুষ্পাদি নির্মাল্য থাকিলে, তাহা অপসারণ করিয়া সিংহাসন ঝাড়িয়া পরিষ্কার করিয়া দিবে । এখন শ্রীবিগ্রহগণের চূড়া ও শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী পরাইয়া দিবে ।

মঙ্গলারাত্রিক

ধূপ, পঞ্চপ্রদীপ প্রভৃতি সাজাইয়া ঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে আরতি আরম্ভ করিবে । আরত্রিকের পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ মূলমন্ত্রে (ক্রীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা) তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিবে । বাসীফুল সেবায় দেওয়া অবিধি বলিয়া সদ্য-ফুলের অভাবে পুষ্পাঞ্জলি দিবে না অথবা তুলসী ও জলে পুষ্পাঞ্জলি দিবে । প্রথমে ধূপ, পরপর জলশঙ্খ, বস্ত্র, পঞ্চপ্রদীপ, পুষ্প, চামর, পাখা প্রভৃতি দ্বারা আরতি করিবে । প্রত্যেক দ্রব্য মূলমন্ত্রে (ক্রীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা) । নিবেদন করিবে । পাদদেশে— ৪ বার, নাতিদেশে— ২ বার, বদনমণ্ডলে— ৩ বার, সর্বাস্ত্রে— ৭ বার ঘুরাইবে । একই সঙ্গে সকল বিগ্রহের আরত্রিক হইবে । পরে তুলসীকে ৩ বার ও বাহিরে বৈষ্ণবগণকে ১ বার ঘুরাইবে ।

প্রত্যেকবার আরতি করিয়া হাত ধুইবে । পঞ্চপ্রদীপে একটু জল দিয়া শান্ত করিবে । সর্বশেষে বাহিরে আসিয়া ৩ বার শঙ্খধ্বনি করিবে । আরত্রিকের পর শ্রীবিগ্রহগণের ও গুরু-গৌরাস্ক-গৌরপার্ষদগণের জয়ধ্বনি দিবে এবং ৪ বার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিবে ।

বাল্যভোগ

অতঃপর বাল্যভোগ নিবেদন করিবে । (প্রাতে, মধ্যাহ্নে, বৈকালে, রাত্রিতে— চারিবার ভোগ নিবেদন প্রণালী একইরূপ ।) শ্রীগৌরাস্ক, শ্রীকৃষ্ণ (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ), শ্রীগুরুদেব ভিনভনের তিনটা পৃথক থালা হইবে । ডানদিকে শ্রীমহাপ্রভুর, মাঝখানে শ্রীকৃষ্ণের বা (শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের) ও বামদিকে শ্রীগুরুদেবের আসন ও পারস থাকিবে । প্রত্যেক পারসের সমস্ত দ্রব্যের উপর, পানীয় জলেও তুলসী দিবে । ভোগ নিবেদনের পূর্বে চূড়া ও বাঁশী খুলিয়া রাখিবে ।

শ্রীগুরুদেবই নিবেদন করিয়া ঝাওয়াইতেছেন— অন্তরে এইরূপ তাবনা করিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া শঙ্খজলে তুলসী দিয়া ছিটা দিয়া ভোগ নিবেদন করিবে । অগ্রে শ্রীগৌরাস্ককে, তৎপর শ্রীরাধাকৃষ্ণকে, শেষে শ্রীগুরুদেবকে ভোগ নিবেদন করিবে ।

ভোগের প্রণালী- পূজক আসনে বসিয়া আচমন করিবে এবং শ্রীগৌর, শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও শ্রীগুরুদেবকে পুষ্পাঞ্জলি দিবে। ঘটাদ্বনি করিতে করিতে বলিবে-

এষ পুষ্পাঞ্জলি ক্রীং গৌরায় নমঃ। (অর্চনপাত্রে দিবে)
 " " শ্রীং ক্রীং শ্রীরাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ। (এ)
 " " ঐং গুরবে নমঃ। (এ)

পুষ্পের অভাবে জল লইয়া ডাবরে ফেলিবে।

তৎপর-

ইদং আসনং ক্রীং গৌরায় নমঃ। (আসনে পুষ্প দিবে)
 " " শ্রীং ক্রীং রাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ। (এ)
 " " ঐং গুরবে নমঃ। (এ)

পুষ্পের অভাবে জল লইয়া ডাবরে ফেলিবে।

এতৎ পাদ্যং ক্রীং গৌরায় নমঃ। (ডাবরে জল ফেলিবে)
 এতৎ পাদ্যং শ্রীং ক্রীং রাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ। (এ)
 এতৎ পাদ্যং ঐং গুরবে নমঃ। (এ)
 ইদং আচমনীয়ং ক্রীং গৌরায় নমঃ। (এ)
 ইদং আচমনীয়ং শ্রীং ক্রীং রাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ। (এ)
 ইদং আচমনীয়ং ঐং গুরবে নমঃ। (এ)

সোপকরণ-নৈবদ্যং ক্রীং গৌরায় নমঃ। (শঙ্খজলে তুলসী
 ডুবাইয়া ঐ জলের ছিটা ভোগের উপর দিবে।)

সোপকরণ-নৈবদ্যং শ্রী ক্রীং রাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ। (শঙ্খজলে
 তুলসী ডুবাইয়া ঐ জলের ছিটা ভোগের উপর দিবে।)

সোপকরণ-নৈবদ্যং ঐং গুরবে নমঃ। (শঙ্খজলে তুলসী
 ডুবাইয়া ঐ জলের ছিটা ভোগের উপর দিবে।)

(মধ্যাহ্নে ও রাত্রে অনু-ব্যাঞ্জনাদি ভোগের সময় বলিবে-

এতানি অনু-ব্যাঞ্জন-পানীয়াদিকং সর্বং নমঃ।)

ইদং পানীয়ং ক্রীং গৌরায় নমঃ। (শঙ্খজলে তুলসী ডুবাইয়া
 ঐ জলের ছিটা পানীয় জলের উপর দিবে।)

ইদং পানীয়ং শ্রীং ক্রীং রাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ। (শঙ্খজলে তুলসী
 ডুবাইয়া ঐ জলের ছিটা পানীয় জলের উপর দিবে।)

ইদং পানীয়ং ঐং গুরবে নমঃ। (শঙ্খজলে তুলসী ডুবাইয়া
 ঐ জলের ছিটা পানীয় জলের উপর দিবে।)

ভৎপর- প্রত্যেক ভোগের পারশ দক্ষিন হস্তে স্পর্শ করিয়া
 প্রত্যেক বিগ্রহের মূলমন্ত্র ৮ বার জপ করিবে।

ভোগের সমস্ত দ্রব্য ও পানীয়জল নিবেদনান্তে দরজা বন্ধ করিয়া
 বাহিরে আসিয়া ২০ মিনিট অপেক্ষা করিবে। ঐ সময় শ্রী বিগ্রহগণের
 মহিমা-সূচক স্তব পাঠ করিবে বা ১০৮ বার গায়ত্রী জপ করিবে।
 তৎপর পুনরায় ভিতরে গিয়া আচমনীয় ও তাম্বুল নিবেদন করিবে।

ইদং পুনরাচমনীয়ং ক্রীং গৌরায় নমঃ। (ডাবরে জলভ্যাগ)

" " শ্রীং ক্রীং রাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ। (এ)

" " ঐং গুরবে নমঃ। (এ)

ইদং তাম্বুলং ক্রীং গৌরায় নমঃ। (শঙ্খজলে তুলসী
 ডুবাইয়া জলের ছিটা দিবে।)

" " শ্রীং ক্রীং রাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ। (শঙ্খজলে তুলসী
 ডুবাইয়া জলের ছিটা দিবে।)

" " ঐং গুরবে নমঃ। (শঙ্খজলে তুলসী ডুবাইয়া
 জলের ছিটা দিবে।)

তৎপর বাহিরে আসিয়া ৫ মিনিট অপেক্ষা করিবে। পরে ভিতরে
 গিয়া মহাপ্রসাদ নিম্নলিখিতভাবে নিবেদন করিবে।

ইদং শ্রীগৌর-মহাপ্রসাদ-নৈবদ্যাদিকং সর্বং ঐ গুরবে নমঃ।
 (শ্রীগৌরাসের প্রসাদ গুরুদেবকে দিবে।)

" শ্রীকৃষ্ণমহাপ্রসাদ-নৈবদ্যাদিকং সর্বং ঐং গুরবে নমঃ
 (শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ গুরুদেবকে দিবে।)

ইদং শ্রীকৃষ্ণ-মহাপ্রসাদ-নৈবেদ্যাদিকং সর্বং ওঁ সর্বসখীভ্যো নমঃ।
 " " " ওঁ শ্রীপৌর্ণমাস্যো নমঃ।
 " " " ওঁ তুলস্যো নমঃ।
 " " " ওঁ সর্বব্রজবাসিভ্যো নমঃ।
 ইদং শ্রীকৃষ্ণ-মহাপ্রসাদনৈবেদ্যাদিকং সর্বং ওঁ বিশ্ব সেনায় নমঃ।
 " " " ওঁ সর্ববৈষ্ণবেভ্যো নমঃ।

এইরূপে সকলকে মহাপ্রসাদ নিবেদন করিয়া বাহিরে আসিয়া ৫ মিনিট অপেক্ষা করিবে, তৎপর হাতে তিনতালি দিয়া পর্দা সরাইয়া শ্রীমন্দির খুলিয়া দিবে।

তৎপর পূজার বাসনপত্র সমস্ত মার্জ্জন করিতে দিবে ও শ্রীমন্দিরের ভিতর ও বাহিরে মার্জ্জন করিবে। অতঃপর পূজার জন্য পুষ্প ও তুলসী চয়ন করিবে। দ্বাদশী-তিথিতে তুলসী চয়ন ও শালগ্রামের স্নান করাইবে না। বাহির হইতে আসিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিবার পূর্বে হস্ত-পদ ধৌত করিয়া পরে শ্রীমন্দিরে ঢুকিবে।

পূজার প্রারম্ভিক কার্য

প্রাতে কোন কারণে স্নানাদি না করিলে, তখন স্নানাদি সারিয়া দ্বাদশ অঙ্গে তিলক ও মধ্যাহ্নের আর্হিক করিবে।

শ্রীগুরুদেব নিকটে উপস্থিত থাকিলে অর্চনের নিমিত্ত শ্রীমন্দিরে প্রবেশের পূর্বে শ্রীগুরুদেবকে ভক্তিভরে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া অর্চনাথ অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিবে—

“অনুজ্ঞা দেহি মে প্রভো! শ্রীগোবিন্দ-সমর্চনে।”

তৎপর শ্রীমন্দিরে প্রবেশপূর্বক অর্চনের বাসনগুলি যথাস্থানে সাজাইয়া রাখিবে।

শ্রীবিগ্রহের পূজারপাত্র— শ্রীবিগ্রহগণের সম্মুখে তিনটি ছোট পূজার পাত্র এক লাইনে পাশাপাশি রাখিবে। ডানে শ্রীগৌরাস্বরের, মাঝখানে শ্রীকৃষ্ণের, বামে শ্রীগুরুদেবের পূজার পাত্র রাখিবে।

পুষ্পপাত্র বা অর্চনের পাত্র— বড় পুষ্পপাত্র বা অর্চনের পাত্র, যাহাতে ফুল, তুলসী, চন্দনাদি সব থাকিবে, উহা পূজকের আসনের সম্মুখে থাকিবে।

পূজকের আসন— শ্রীবিগ্রহকে বামে রাখিয়া পূজক পূর্ব বা উত্তর মুখী হইয়া বসিবে।

জলশঙ্খ— ত্রিপদীর উপর পুষ্পপাত্রের বামদিকে থাকিবে।

পঞ্চপাত্র বা কোশা— পুষ্পপাত্রের বামদিকে থাকিবে;

ঘণ্টা ও বাদ্যশঙ্খ— পূজকের আসনের বাম দিকে পৃথক পৃথক পাত্রে থাকিবে।

শালগ্রামের স্নানপাত্র— পুষ্পপাত্রের ডানদিকে থাকিবে।

বিসর্জ্জনীয় পাত্র বা ডাবর— পুষ্পপাত্রের ডানদিকে থাকিবে।

গন্ধ বা চন্দন পাত্র, তুলসীপাত্র— সমস্তই পুষ্পপাত্রের মধ্যেই থাকিবে।

ধূপদানী— পুষ্পপাত্রের বামদিকে থাকিবে।

দীপদানী— পুষ্পপাত্রের ডানদিকে থাকিবে।

জলের ঘটি বা কলস— পূজকের আসনের বামদিকে থাকিবে।

পূজাবিধি

১। আসন-শুদ্ধি— পূজকের আসন পাতিয়া আসনের নিম্নে চন্দনদ্বারা ত্রিকোণ-মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া পুষ্প-চন্দন লইয়া “এত গন্ধপুষ্প-হ্রীং আধারশক্তয়ে নমঃ” বলিয়া আসনের উপর পুষ্পটি দিবে। তৎপর দক্ষিণহস্তে আসন স্পর্শ করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিবে—

“ওঁ আসনমন্ত্ৰস্য মেরুপৃষ্ঠাখিঃ সূতলং ছন্দঃ

কূর্মোদেবতা আসনাভিমন্ত্ৰেণ বিনিয়োগঃ।

পৃথ্বী ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুনা ধৃতা।

তব ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রমাসনং কুরু ॥” ইতি ॥

২। পুষ্পশুদ্ধি—

ওঁ পুষ্পে পুষ্পে মহাপুষ্পে সুপুষ্পে পুষ্পসম্ভবে।

“পুষ্পচয়্যাবকীর্ণে চহুং ফটু স্বাহা ॥”— এই মন্ত্র পাঠ করিয়া একটি পুষ্পকে দুই হাতে মর্দন করিয়া ফেলিয়া দিবে এবং পুষ্পোপরি গঙ্গাজলের ছিটা দিবে।

সামান্যার্থ

৩। জলশঙ্খ-প্রতিষ্ঠা- পুষ্পপাত্রের বামদিকে ভূমিতে চন্দন-দ্বারা ত্রিকোণ-মণ্ডল অঙ্কিত করিয়া 'ও অস্ত্রায় ফট্' মন্ত্রে ত্রিপদী প্রক্ষালনপূর্বক 'ও আধারশক্তয়ে নমঃ' বলিয়া ঐ ত্রিপদী ত্রিকোণমণ্ডলে স্থাপন করিবে। 'ও অস্ত্রায় ফট্' মন্ত্রে জলশঙ্খ প্রক্ষালন করিয়া ত্রিপদীর উপর স্থাপন করিবে। 'ও হৃদায় নমঃ' মন্ত্রে গন্ধ, পুষ্প, তুলসী শঙ্খমধ্যে দিবে। 'ও শিরসে স্বাহা' মন্ত্রে শঙ্খ জলপূর্ণ করিবে। 'ও মং বহিমণ্ডলায় দশকলায়ানে নমঃ' মন্ত্রে গন্ধ-পুষ্প ত্রিপদীর উপর দিবে। 'ও অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলায়ানে নমঃ' মন্ত্রে গন্ধপুষ্প তুলসী শঙ্খের উপর দিবে। 'ও উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলায়ানে নমঃ' মন্ত্রে গন্ধ পুষ্প তুলসী শঙ্খ জলের উপর দিয়া পূজা করিবে। তৎপর অঙ্কুশ মুদ্রা দ্বারা শঙ্খজল স্পর্শ করিয়া তীর্থসকলকে আবাহন করিবে-

"ও গঙ্গে চ যমুনে চৈব গোদাবরি স্বরস্বতি।

নর্মদে সিন্ধো কাবেরি জলেহস্মিন্ সন্নিধিং করু ॥"

এবং শঙ্খোপরি ৮ বার মূলমন্ত্র (ক্লীং কৃষায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা) জপ করিবে। তৎপর শঙ্খ হইতে কিঞ্চিৎ জল বিসর্জনীয় পাত্রে ফেলিয়া দিয়া শঙ্খস্থ পুষ্প-তুলসী দ্বারা শঙ্খজলে মূল-মন্ত্রে নিজ দেহে ও পূজার সমস্ত দ্রব্যে তিনবার ছড়াইয়া দিবে। তৎপর শঙ্খজল বিসর্জনীয়-পাত্রে ঢালিয়া ফেলিয়া 'ও শিরসে স্বাহা' মন্ত্রে শঙ্খ-জলপূর্ণ করিবে। শঙ্খ হইতে কিঞ্চিৎ জল ঘটরজলে ও কলসীর জলে দিবে।

৪। পঞ্চপাত্রে বা কোশাতে জল-স্থাপন- পুষ্পপাত্রের বামদিকে চন্দনদ্বারা ত্রিকোণমণ্ডল অঙ্কিত করিয়া 'ও অস্ত্রায় ফট্' মন্ত্রে কুণ্ডীসহ পঞ্চপাত্র বা কোশা ধুইবে। 'ও আধারশক্তয়ে নমঃ' মন্ত্রে উহা ত্রিকোণ মণ্ডলে স্থাপন করিবে। 'ও পঞ্চপাত্রে গন্ধপুষ্প দিবে। 'ও শিরসে স্বাহা' মন্ত্রে পঞ্চপাত্র জলপূর্ণ করিবে। 'ও অং অর্কমণ্ডলায় দ্বাদশকলায়ানে নমঃ' মন্ত্রে সগন্ধপুষ্পদ্বারা পঞ্চপাত্রের পূজা করিবে। 'ও উং সোমমণ্ডলায় ষোড়শকলায়ানে নমঃ' মন্ত্রে গন্ধপুষ্পদ্বারা জলের পূজা করিবে। অনন্তর "ও গঙ্গে চ যমুনে করু" মন্ত্রে অঙ্কুশ-মুদ্রাদ্বারা তীর্থসকলকে আবাহন করিয়া জলস্পর্শ করিবে এবং জলোপরি আচ্ছাদন করিয়া ৮ বার মূলমন্ত্র জপ করিবে।

৫। ঘট্টা-স্থাপন- পূজকের আসনের বামদিকে পিতলের পাত্রে 'ক্লীং' কামবীজ বলিয়া ঘট্টা স্থাপন করিবে এবং 'ও জয়ধ্বনি মন্ত্রমাতঃ স্বাহা' মন্ত্রে গন্ধ-পুষ্প ঘট্টার উপর দিয়া পূজা করিবে। তৎপর হাতযোড় করিয়া বলিবে-

"সর্ববাদ্যময়ী ঘট্টা দেবদেবস্যা বহুভা।

তস্মাৎ সর্বপ্রযত্নের ঘট্টানাদং তু কারয়েৎ ॥"

৬। বাদ্যশঙ্খ-বন্ধি- পূজকের আসনের বামদিকে কোন পাত্রে বাদ্যশঙ্খ রাখিবে এবং পাদ্য ও গন্ধপুষ্প উহার উপর দিয়া হাতযোড় করিয়া বলিবে-

"ত্বং পুরা সাগরোৎপন্নো বিষ্ণুনা বিধৃতঃ করে।

মানিতঃ সর্বদেবৈশ্চ পাঞ্চজন্ম নমোহতু তে ॥"

৭। শ্রীবিষ্ণুস্মরণ ও মঙ্গলশান্তি- পূজার প্রারম্ভে শান্ত্রসম্মত শ্রীবিষ্ণুস্মরণ ও মঙ্গলশান্তি পাঠ করিবে-

ও যং ব্রহ্মা বেদান্তবিদো বদন্তি পরে প্রধানং পুরুষং তথাহন্যে।

বিশ্বোদগতেঃ কারণং ইশ্বরং বা তস্মৈ নমো বিষ্ণুনাশায় ॥

ও তদ্বিষ্ণোঃ পরমঃ পদং, সদা পশ্যন্তি সূর্যো,

দিবীব চক্ষুরাততম্ ॥

ও মাধবো মাধবো বাচি, মাধবো মাধবো হৃদি।

স্মরন্নি সাধবঃ সর্বে সর্বকর্মেষু মাধবম্ ॥

হরিদ্রাক্ত ততুল অথবা সুগন্ধ-পুষ্প হস্তে লইয়া পাঠ করিবে-

করোতু স্বস্তি মে কৃষ্ণং সর্বলোকেশ্বরেশ্বর।

কার্ষদয়ন্ত কুবৃত্ত স্বস্তি মে লোকপাবনাঃ ॥

ও হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হবে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে ॥

৮। শ্রীগুরুবর্গকে প্রণাম- ও শ্রীগুরবে নমঃ, ও পরম গুরবে নমঃ, ও পরমেশ্বরগুরবে নমঃ, ও সর্বগুরুমায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যায় নমঃ ॥

৯। ভূত-শুদ্ধি- আমি জড় দেহ-মনের অতীত শুদ্ধ, চিন্ময় আত্মস্বরূপ এবং শ্রীকৃষ্ণের ভট্টা-শক্তি বা জীবশক্তির পরিণাম জীব, অতএব শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্নাংশ হইয়াও বস্তুভিন্ন নহি। আমি ভগবদংশ, শুদ্ধ-বুদ্ধ, মুক্ত স্বভাব, ভগবানের নিত্যসেবক; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের শক্তি ও নিত্য অধীন দাসমাত্র; তদীয় কৃপার ভিখারী হইয়া তদীয় প্রিয়তম অন্তরঙ্গ সেবক শ্রীগুরুদেবের নিত্য অনুগতভাবে সেবাকারী। এক্ষণে শ্রীগুরুদেবের অনুমতিক্রমে ও অনুগতভাবে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরঙ্গ-গাঙ্গাবিকা গিরিধারীর সেবায় প্রবৃত্ত- অন্তরে এইরূপ চিন্তা ও দৃঢ় ভাবনা করিয়া নিম্নলিখিত ধ্যান পাঠ করিবে-

১০। আত্মধ্যান-

দিবাং শ্রীহরিমন্দিরাত্যন্তিলকং কণ্ঠ সুমালাঙ্কিতং
বক্ষঃ শ্রীহরিনামবর্ণসুভগং শ্রীখণ্ডলিগুং পুনঃ।

পূতং সূক্ষ্মং নবান্নরং বিমলতাং, নিত্যং বহন্তীং তনুং
ধ্যায়েৎ শ্রীগুরুপাদপদ্মনিকটে, সেবোৎসুকাত্মনঃ ॥

আদৌ শ্রীগুরুপূজা

"চিন্ময় শ্রীনবদ্বীপধামের মধ্যে শ্রীমায়াপুর। তথায় শ্রীযোগপীঠে রত্নমণ্ডপে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভু বসিয়া আছেন। তাঁহার দক্ষিণে শ্রীনত্যানন্দ, বামে শ্রীগদাধর, সম্মুখে করযোড়ে শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীবাসপণ্ডিত ছত্রধারণ করিয়া দণ্ডায়মান আছেন। শ্রীগুরুদেব নিম্নবেদীতে উপবিষ্ট।" -এইরূপ চিন্তা করিয়া শ্রীগুরুদেবের ধ্যান করিয়া ষোড়শ উপচারে পূজা করিবে।

গুরু ধ্যান- প্রাতঃ শ্রীনবদ্বীপে দিনেত্রং দ্বিজং গুরুম্।

বরাভয়প্রদং শান্তং স্নেহং তনুামপূর্বকম্ ॥

(নিজ নিজ গুরুদেবের নাম উচ্চারণ করিয়া জয়কীর্তন করিবে- ৩ বার)
"জয় ও বিষ্ণুপদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রীশ্রীমদ্ভক্তি ... মহারাজ কী জয়।"
(গুরুদেব অপ্রকট হইলে "নিতালীলাপ্রবিষ্ট ও বিষ্ণুপাদ ... কী জয়" বলিবে।)

শ্রীগুরুদেবের স্নান- স্নানস্থানে আবাহন করিয়া স্নান করাইতেছি-
এইরূপ ভাবনাপূর্বক স্নানীয়পাত্র আসন-পাদ্য-আচমনীয় নিবেদন করিয়া স্নান করাইবে। (গুরুদেবের স্নানপাত্র পৃথক, শ্রীগৌরঙ্গ ও

শ্রীকৃষ্ণের স্নানপাত্র পৃথক থাকিবে।) ইদং আসনং ঐং গুরবে নমঃ- এই মন্ত্রে স্নানপাত্র মধ্যে আসনার্থ সচন্দন-পুষ্প দিবে। প্রভো! কৃপয়া স্বাগতং কুরু- এই মন্ত্রে গুরুদেবকে আহ্বান করিবে। এতৎ পাদ্যং ঐং গুরবে নমঃ- এই মন্ত্রে কুশীতে করিয়া স্নানপাত্রে জল দিবে। তারপর ভাবনাদ্বারা গুরুদেবকে তৈল মাখাইবে।

ইদং স্নানীয়ং ঐং গুরবে নমঃ- এই মন্ত্রে জলশয্য কপূরাদি সুবাসিত জলে ঘন্টাবাদন করিতে করিতে স্নান করাইবে। স্নানান্তে সূক্ষ্ম শুষ্ক বস্ত্রের দ্বারা গুরুদেবের শ্রীমূর্তি বা পট গুরুমন্ত্র উচ্চারণ করিয়া মুছাইয়া দিবে। পরে-

ইদং সোত্তরীয়ং বস্ত্রং ঐং গুরবে নমঃ- এই মন্ত্রে গুরুদেবকে বস্ত্র দেওয়া হইতেছে ভাবনা করিয়া ২টি পুষ্প ডাবরে ফেলিবে।

ইদং আচমনীয়ং ঐং গুরবে নমঃ- এই মন্ত্রে আচমনীয় জল ডাবরে ফেলিবে।

শ্রীমূর্তির প্রসাদন- অতঃপর শ্রীগুরুদেব সিংহাসনে বসিয়াছেন এইরূপ ভাবনা করিয়া শ্রীমূর্তির চরণ (হৃদয় স্পর্শ করিয়া শ্রীগুরুমন্ত্র ও গুরুগায়ত্রী ৮ বার জপ করিবে। ইহা প্রসাদন। প্রসাদন দ্বারা অর্চকের আত্মতত্ত্ব হয়। তৎপরে-

ইদং আসনং ঐং গুরবে নমঃ-অর্চনপাত্রে পুষ্প দিবে।

এতৎ পাদ্যং " " "-কুশীতে করিয়া জল ডাবরে ফেলিবে।

ইদং অর্ঘ্যং " " "-(গন্ধ, পুষ্প, জল) অর্চনপাত্রে দিবে।

ইদং আচমনীয়ং " " "-ডাবরে জল ত্যাগ।

এষ মধুপর্কঃ ঐং গুরবে নমঃ(দধি, মধু, ঘূম) অর্চনপাত্রে দিবে, অভাবে মধুপর্ক ভাবনা করিয়া জল দিবে।

ইদং আচমনীয় " " "- ডাবরে জলত্যাগ।

ইদং উপবীতং " " "-অভাবে অর্চনপাত্রে পুষ্প দিবে।

ইদং তিলকং " " "-পুষ্পদলে চন্দন দিয়া অর্চন পাত্রে দিবে, এবং শ্রীমূর্তিতে তিলক রচনা করিবে।

ইদং আচমনীয়ং " " "-ডাবরে জলত্যাগ।

ইদং আভরণং " " "-অর্চনপাঠে পুষ্প দিবে।
 এষ গন্ধঃ " " "-পুষ্পদলে চন্দন দিয়ে অর্চনপাঠে
 দিবে, শ্রীমূর্তির চরণেও দিবে।
 ইদং সগন্ধপুষ্পং " " "-ঐ ঐ ঐ
 এষ ধূপ " " "-ডাবলে জলত্যাগ।
 এষ দীপং " " "-ঐ ঐ
 ইদং নৈবেদ্যং " " "-নৈবেদ্যপাঠে শঙ্খজলসহ তুলসী দিবে।
 অভাবে অর্চনপাঠে পুষ্প দিবে।
 ইদং পানীয়ং " " "-পানীয়পাঠে শঙ্খজলসহ তুলসী দিবে।
 ইদং আচমনীয়ং ঐ গুরবে নমঃ-ডাবরে জলত্যাগ।
 ইদং তাম্বুলং " " "-তাম্বুলপাঠে শঙ্খজলসহ তুলসী দিবে।
 অভাবে তাম্বুল ভাবনা করিয়া অর্চন পাঠে জল দিবে।
 ইদং মালাং " " "-শ্রীমূর্তিকে মালা পরাইয়া দিবে;
 অভাবে অর্চনপাঠে পুষ্প দিবে।

ইহার পর ১০ বার গুরুমন্ত্র ও ১০ বার গুরুগায়ত্রী জপ করিবে।

স্তুতি- তুং গোপিকা বৃষরবেত্তনয়াত্তিকেহসি
 সেবাধিকারিণি গুরো নিজপাদপদ্মে।
 দাস্যং প্রদায় কুরু মাং ব্রজকাননে শ্রী
 রাধাঙ্ঘ্রিসেবনরসে সুখিনীং সুখাক্তৌ ॥
 ঘট্টা বাদ্য করিতে করিতে প্রণাম করিবে।
 প্রণাম- ওঁ অজ্ঞানতিমিরাক্ষস্য জ্ঞানাজ্ঞান শলাকয়া।
 চক্ষুরুন্নীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
 রাধাসম্মুখসংসক্তিং সখীসঙ্গ নিবাসিনীম্।
 ভ্রামহং সততং বন্দে মাধবাশ্রয়বিগ্রহাম্ ॥

অনন্তর-ওঁ পরমগুরুভ্যো নমঃ- বলিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্যে অর্চনপাঠে গন্ধপুষ্প
 দিবে। ওঁ পরাংপরগুরুভ্যো নমঃ- বলিয়া তাঁদের উদ্দেশ্যে অর্চনপাঠে গন্ধপুষ্প দিবে। ওঁ
 পরমোষ্ঠিগুরুভ্যো নমঃ- বলিয়া তাঁহাদের উদ্দেশ্যে অর্চনপাঠে গন্ধপুষ্প দিবে।

বৈষ্ণব প্রণাম-

বাঙ্গকল্পতরুত্যাচ কৃপাসন্ধিতা এবচ।
 পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥
 স্বাত্মার্পণ-

অংশো ভগবতোহস্ম্যহং সদা দাসোহস্মি সর্ববথা।
 তৎকৃপাশ্রেষ্ঠকো নিত্যং তৎপ্রার্থসাং করোমি স্বম্ ॥
 মাং মদীয়ঞ্চ সকলং শ্রী গুরুবে সমর্পয়ামি ॥
 ইদং সর্বং ঐং গুরবে নমঃ। ওঁ তৎসৎ। ওঁ হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ
 কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।
 -শ্রীমূর্তির চরণে পুষ্প দান।

শ্রীগৌরাজ-পূজা

অতঃপর শ্রীগুরুদেবের অনুজ্ঞা ও কৃপা প্রার্থনা করিয়া পঞ্চ তত্ত্বাত্মক
 শ্রীগৌরাসের অর্চন করিবে। শ্রীগুরুপূজার অনুরূপ নিজের অবস্থান চিন্তা
 করিয়া শ্রীগৌরাসের ধ্যানপূর্বক অর্চন করিবে।

ধ্যান- শ্রীমন্যৌক্তিকদামবদ্ধচিকুরং সুশ্ৰেচন্দ্রাননং
 শ্রীখণ্ডচরিত্রাবসনং শ্রুগদ্যভূষাঙ্কিতম্।
 নৃত্যাবেশরসানুমেদমধুরং কন্দর্পবেশোজ্জ্বলং
 চৈতন্যং কনকদ্যুতিং নিজজনৈঃ সংসেব্যমানং তজ্জৈ ॥

জয়দান- জয়! শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-প্রভুনিত্যানন্দ-শ্রীঅদ্বৈত-গদাধর-
 শ্রীবাসাদি-শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ কী জয় ॥ (৩ বার) পঞ্চতত্ত্বাত্মক
 শ্রীগৌরসুন্দর কী জয় ॥ স্থানস্থানে আস্থান করিয়া স্থানের ভাবনা
 করিবে।

ইদং আসনং ক্লীং গৌরায় নমঃ- স্থানপাঠে আসনার্থ সচন্দন তুলসী ও পুষ্প দান।
 প্রভো! কৃপয়া স্বাগতং কুরু ক্লীং গৌরায় নমঃ- আসনে আস্থান।
 এতৎ পাদ্যং ক্লীং গৌরায় নমঃ- স্থানপাঠে শ্রীগৌরচরণে জলদান।
 ইদং আচমনীয়ং ক্লীং গৌরায় নমঃ- ডাবরে জলত্যাগ।
 তারপর ভাবনাপূর্বক শ্রীঅঙ্গে সুগন্ধি তৈল মাখাইয়া-
 ইদং স্থানীয়ং ক্লীং গৌরায় নমঃ- ঘট্টা বাজাইয়া শঙ্খজলে স্থান। (৩ বার)

মানান্তে শুদ্ধবস্ত্রে অঙ্গ মোছাইয়া-

ইদং আচমনীয়ং ক্লীং গৌরায় নমঃ- ২টি পুষ্প বা ২ বার জলত্যাগ।

ইদং আচমনীয়ং ক্লীং গৌরায় নমঃ- ডাবরে জলত্যাগ।

প্রসাদন- শ্রীমন্মহাপ্রভু এখন সিংহাসনে সুখোপবিষ্ট- এইরূপ ডাবনা করিয়া শ্রীমূর্তির চরণ স্পর্শ করিয়া ৮ বার শ্রীগৌরমন্ত্র ও শ্রীগৌরগায়ত্রী জপ।

ইদং আসনং ক্লীং গৌরায় নমঃ-অর্চনপাঠে পুষ্প তুলসী দান।

এতৎ পাদ্যং " " "-ডাবরে জলত্যাগ।

ইদং অর্ঘ্যং " " "-অর্চনপাঠে গন্ধপুষ্প তুলসী জলদান।

ইদং আচমনীয়ং " " "- ডাবরে জলত্যাগ।

এষ মধুপর্কং ক্লীং " " "-মধুপর্কপাঠে শঙ্খজল ও তুলসী প্রদান, অভাবে জলদান।

ইদং আচমনীয়ং " " "-ডাবরে জলত্যাগ।

ইদং উপবীতং " " "-অর্চনপাঠে পুষ্প দান।

ইদং তিলকং " " "-অর্চনপাঠে তুলসীদলে চন্দন দান।

ইদং আচমনীয়ং " " "- ডাবরে জলত্যাগ।

ইদং আভরণং " " "-অর্চনপাঠে পুষ্প দান।

এষ গন্ধঃ " " "-তুলসীপটে চন্দন লইয়া

অর্চনপাঠে ও শ্রীমূর্তির চরণে দান।

ইদং সগন্ধং পুষ্পং ক্লীং গৌরায় নমঃ-পুষ্প-চন্দন লইয়া

অর্চনপাঠে ও শ্রীমূর্তির চরণে দান।

ইদং সগন্ধং তুলসী " " "-তুলসী চন্দন লইয়া অর্চনপাঠে ও শ্রীমূর্তির চরণে দান।

এষ ধূপঃ " " "-ডাবরে জলত্যাগ।

এষ দীপঃ " " "-ডাবরে জলত্যাগ।

ইদং নৈবেদ্যং " " "-নৈবেদ্যপাঠে শঙ্খসহ তুলসী দিবে।

ইদং পানীয়ং " " "-পানীয়পাঠে শঙ্খজলসহ তুলসী দিবে।

ইদং আচমনীয়ং " " "-ডাবরে জলত্যাগ।

আচমনান্তে শ্রীমূর্তিকে সিংহাসনস্থ চিন্তা করিবে-

ইদং তাবুলং ক্লীং গৌরায় নমঃ- তাবুলপাঠে শঙ্খজলসহ

তুলসী দিবে, অভাবে জল দিবে।

ইদং মাল্যং " " "-শ্রীমূর্তিকে মাল্য পরাইবে,

অভাবে পুষ্প দিবে।

তৎপর ১০ বার শ্রীগৌরমন্ত্র ও শ্রীগৌর-গায়ত্রী জপ করিবে।

স্তুতি- ধ্যেয়ং সদা পরিতবয়ং অতীষ্টদোহং
তীর্থাস্পদং শিববিরিক্ষিতং শরণ্যম্।

তৃত্যার্তিহং প্রণতপাল তবাক্ষিপোতং

বন্দেমহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্॥

তাজ্যা সুদুস্ত্যজ-সুরেপ্তিত-বাজ্যলক্ষীং

ধর্মিষ্ঠ আর্ঘ্যবচসা যদগাদরগণ্যম্।

মায়ামৃগং দয়িতয়েষ্পিতং অন্বধাবৎ

বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্।

ঘণ্টা বাদ্য করিতে করিতে প্রণাম করিবে-

প্রণাম-নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।

কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনামে গৌরাভিষে নমঃ॥

পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং তত্ত্বরূপ-স্বরূপকম্।

ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥

তৎপর সগন্ধ-পুষ্প লইয়া-

ও শ্রীনিত্যানন্দায় নমঃ- অর্চনপাঠে সগন্ধপুষ্প দিবে।

ও শ্রীঅদ্বৈতায় নমঃ- " " " "

ও শ্রীগদাধরায় নমঃ- " " " "

ও শ্রীবাসায় নমঃ- " " " "

অনন্তর- সগন্ধপুষ্পাদি নির্মালাঃ শ্রীগৌরপার্ষদাদিভ্যঃ নমঃ বলিয়া-

"গৌরের নির্মালাঃ গৌরপার্ষদগণকে দিবে।

স্বাহ্যার্পণ- অংশো ভগবতোহম্ম্যহং সদা দাসোহস্মি সর্বথা।

তৎকৃপাপ্রেক্ষকো নিত্যং গৌরায় স্বং সমপংয়ে॥

মাং মদীয়ঞ্চ সকলং শ্রীগৌরায় সমর্পয়ামি॥

ইদং সর্বং ক্লীং গৌরায় নমঃ- শ্রীমূর্তির চরণে পুষ্প ও জল দান।

ও তৎসৎ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

হরে রাম হরে রাম, রাম রাম হরে হরে ॥

শালগ্রামের স্নান

অতঃপর শালগ্রাম-শিলাকে স্নান করাইবে স্নানপাত্রে একটি তুলসী চিৎ করিয়া দিয়া তদুপরি শালগ্রাম সকলকে রাখিবে। পূর্ব-দিনের চন্দন-তুলসী ছাড়াইয়া গব্যঘৃত মাখাইবে, তৎপব স্নান করাইবে। স্নানের সময় কখনও বায়হস্তে শালগ্রাম স্পর্শ করিবে না। ঘটাদ্বারি করিতে করিতে শঙ্খজলে সুবাসিত জলদ্বারা (কোন বিশেষ-তিথিতে দুগ্ধদ্বারা, পঞ্চগব্য দ্বারা) এই মন্ত্রে স্নান করাইবে-

“ও সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।

স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বাহত্যতিষ্ঠন্দশাস্তুলম্ ॥”

তৎপর সূক্ষ্মবস্ত্রে পোছাইয়া আসনের নীচে একটি করিয়া তুলসী চিৎ করিয়া দিয়া তদুপরি শালগ্রাম বসাইবে এবং “এষ সচন্দন-তুলসী-পত্রং ও নমো ভাগবতে বাসুদেবায়ঃ বলিয়া ঐ সচন্দন-তুলসী-পত্রটি শালগ্রামের মস্তকে চিৎ করিয়া দিবে।

শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের পূজা

তৎপর শ্রীরাধাকৃষ্ণের পূজা করিবে- শ্রীশ্রীওরুগৌরাসের প্রসাদ ভাবনা করিয়া শ্রীওরুদেবের অনুগতভাবে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের অর্চন করিবে। শ্রীওরুদেবই সেবা করিতেছেন চিন্তা করিয়া অর্চন করিবে।

শ্রীবৃন্দাবনের ধ্যান-

ততো বৃন্দাবনং ধ্যায়েৎ পরমানন্দবর্ধনম্।

কালিন্দীজলকল্লোলসঙ্গি-মারুভসেবিভম্ ॥

নানাপুষ্পলতাবন্ধ-বৃক্ষযুগ্মৈশ্চ মণ্ডিতম্।

কোটিসূর্যসমাভাসং বিমুক্ত যটভরঙ্গকৈঃ ॥

তন্মধ্যে রত্নখচিতং স্বর্ণসিংহাসনং মহৎ ॥ ১ ॥

সেই রত্নসিংহাসনোপরি উপবিষ্ট শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের ধ্যান-

সৎপুণ্ডরীকনয়নং মেঘাভং বৈদ্যুতাস্বরম্।

দ্বিভুজং বেণুবক্রাজং বনমালিনং ইশ্বরম্ ॥

দিব্যালঙ্কারণোপেতং সখীতিঃ পরিবেষ্টিতম্।

চিদানন্দঘনং কৃষ্ণং রাধালিঙ্গিতবিগ্রহম্ ॥ ২ ॥

দিব্যদুবৃন্দারণ্যকল্পদ্রুমাধঃ শ্রীমদ্রত্নাগার সিংহাসনস্থৌ।

শ্রীশ্রীরাধা-শ্রীলগোবিন্দদেবৌ শ্রেষ্ঠানীতিঃ সেব্যমানৌ স্মরামি ॥ ৩ ॥

জয় শ্রীশ্রীগাঙ্গাবিকা-গিরিধারী কি জয় ॥ (৩ বার জয় দিবে।)

স্নান- স্নানপাত্রে সগন্ধপুষ্প তুলসী-দিয়া বলিবে-

“ইদং আসনং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ”-

তৎপর বলিবে- কৃপয়া স্বাগতং। কুরুত দেবৌ

শ্রীক্লীং রাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ- আসনে আহবান

এতৎ পাদাং- “ “ “-স্নানপাত্রে জল দান।

ইদং আচমনীয়ং “ “ “-ডাবরে জলত্যাগ।

ইদং স্নানীয়ং “ “ “-ঘন্টাবাদন করিতে

করিতে শঙ্কে করিয়া সুবাসিত জলে স্নান।

গুরুবস্ত্রে অঙ্গ মার্জন তাবনা করিবে।

ইমে সোত্তরীয়ে বস্তু শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ- বস্ত্রাদি অর্পণ

তাবনা করিয়া ডাবরে ২টি পুষ্প নিক্ষেপ।

ইদং আচমনীয়ং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ- ডাবরে জলত্যাগ।

প্রসাদন- শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের শ্রীচরণ স্পর্শ করিয়া মূলমন্ত্র (ক্লীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা) ৮ বার জপ করিবে।

ইদং আসনং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ- অর্চনপাত্রে পুষ্প তুলসী দিবে

এতৎ পাদাং “ “ “ “-ডাবরে জলত্যাগ।

ইদং অর্ঘ্যাং “ “ “ “-অর্চনপাত্রে গন্ধ-পুষ্প তুলসী জল প্রদান।

ইদং আচমনীয়ং “ “ “ “-ডাবরে জলত্যাগ।

এষ মধুপর্কঃ “ “ “ “-মধুপর্কপাত্রে শঙ্খজলে

তুলসী দিবে, অতাবে জলদান।

ইদং আচমনীয়ং শ্রীং ক্লীং রাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ-ডাবরে জলত্যাগ।

ইদং উবীতং ক্রীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা-

শ্রীমৃতিকে উপবীর্ত দান, অভাবে জলদান ।

ইদং তিলকং শ্রীং ক্রীং রাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ- শ্রীমূর্তির

উর্ধ্বপুণ্ডরিকা অর্চনপাঠে, তুলসীপাঠে চন্দন দিবে ।

ইদং আচমনীয়ং শ্রীং ক্রীং রাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ-ডাবরে জলত্যাগ ।

ইমানি আতরণানি " " " " -অর্চনপাঠে পুষ্প দিবে ।

এষ গন্ধঃ শ্রীং ক্রীং রাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ- শ্রীমূর্তির চরণে চন্দন

লেপন অর্চনপাঠে দুইটি তুলসীপাঠে চন্দন দান ।

ইদং সগন্ধপুষ্পং শ্রীং ক্রীং রাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ- শ্রীমূর্তির

চরণে ও অর্চনপাঠে দিবে (২ বার)

ইদং সগন্ধতুলসীপত্রং ক্রীং কৃষ্ণায় গোবিন্দায় গোপীজনবল্লভায় স্বাহা"- শ্রীকৃষ্ণের চরণে ও অর্চনপাঠে দিবে (২ বার) ।

এষ ধূপঃ শ্রীংক্রীং রাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ- ডাবরে জলত্যাগ ।

এষ দীপঃ " " " -ডাবরে জলত্যাগ ।

ইদং নৈবেদ্যং " " " -নৈবেদ্যপাঠে শঙ্খজল তুলসী প্রদান ।

ইদং পানীয়ং " " " -পানীয়জলে শঙ্খজল-তুলসী প্রদান ।

ইদং আচমনীয়ং " " " -ডাবরে জলত্যাগ ।

আচমনান্তে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে সিংহাসনস্থ ভাবনা করিয়া-

ইদং তাবলং শ্রী ক্রীং রাধাকৃষ্ণভ্যাং নমঃ- তাবলপাঠে শঙ্খ-
জল-তুলসী প্রদান ।

ইমে মাংস " " " " -শ্রীমূর্তির গলায় মাংস

পরইয়া দিবে, অভাবে অর্চনপাঠে পুষ্প দিবে ।

অনন্তর কৃষ্ণমন্ত্র ও কামগায়ত্রী ১০ বার জপ করিবে ।

প্রণাম- ঘণ্টা বাদ্য করিতে করিতে প্রণাম করিবে ।

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে ।

গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমোহস্তু তে ॥

তন্তুকাঙ্ক্ষন-গৌরাঙ্গি রাধে বৃন্দাবনেশ্বর ।

বৃষতানুসূতে দেবি প্রণমামি হরিপ্রিয়ে ॥

* * *

পাদ্য পদ্ধতি-

সংসারসাগরান্নাথ পুত্রমিত্রগৃহাঙ্গণাং ।

গোষ্ঠারো মে যুবামের প্রপন্নভয়ভঙ্জনৌ ॥

যোহহং যমাস্তি যথাকিঞ্চ ইহলোকে পরত্র চ ।

তৎসর্বং ভবতোহদ্যৈব চরণেষু সমর্পিতম ॥ ২ ॥

অহম্যাপ্যপরাধানাং আলয়ন্ত্যক্ত সাধুনঃ ।

অগতিস্ততো নাথৌ ভবন্তৌ মে পরা গতিঃ ॥ ৩ ॥

তবামি রাধিকানাথ কর্মণা মনসা গিরা ।

কৃষ্ণকান্তে তবৈবামি যুবামেব গতির্মম ॥ ৪ ॥

শরণং বাৎ প্রপ্নোহস্মি করুণানিকরাকরৌ ।

প্রসাদং কুরু দাস্যং তো ময়ি দৃষ্টেহপরাদিনি ॥ ৫ ॥

বিজ্ঞাপ্তি- মৎসমো নাস্তি পাপাত্মা নাপরাধি চ কচ্চন ।

পরিহারেহপি লজ্জা মে কিং ক্রবে পুরুষোত্তম ॥ ১ ॥

যুবতীনাং যথা যুনি যুনাঙ্কযুবতৌ যথা ।

মনোহতিরমতে তদ্বৎ মনো মে রমতাং ত্বয়ি ॥ ২ ॥

তুমৌ স্থানিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্ ।

ত্বয়ি জাতাপরাধানাং তুমেব শরণং প্রভো ॥ ৩ ॥

গোবিন্দবল্লভে রাধে প্রার্থয়ে ত্বামহং সদা ।

ত্বদীয়মিতি জানাতু গোবিন্দো মাং ত্বয়া সহ ॥ ৪ ॥

রাধে বৃন্দাবনাধীশে করুণামৃতবাহিনী ।

কৃপয়া নিজপাদাজদাস্যং মহ্যং প্রদীয়তাম্ ॥

অথ উপাঙ্গ পূজা-

এতে গন্ধপুষ্পে ও শ্রীমুখবেনবে নমঃ-অর্চনপাঠে গন্ধপুষ্প দান ।

" " ও শ্রীবক্ষসি বনমাল্যে নমঃ-" " "

" " দক্ষস্তনোর্ধ্ব শ্রীবংসায় নমঃ-" " "

" " ও সব্যস্তনোর্ধ্ব কৌতুভায় নমঃ-" " "

নির্মাল্য-নিবেদন-

এতৎ মাহপ্রসাদনির্মাল্যং ঐং গুরবে নমঃ-গুরুদেবের অর্চন-পাঠে দিবে ।

ইদং শ্রীকৃষ্ণচরণামৃতং " " " -গুরুদেবের অর্চন-পাঠে দিবে ।

তারপর বাহিরে আসিয়া ৩ বার শঙ্খবাদন পূর্বক সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে।

ভোগ ও আরতি

শ্রীগৌরাস, শ্রীকৃষ্ণ (শ্রীরাধাকৃষ্ণ) ও শ্রীগুরুদেবের জন্য পৃথক পৃথক তিনটি পারস হইবে। ভোগ-নিবেদনের পূর্বে বাঁশ, চূড়া খুলিয়া রাখিবে। ভোগের প্রত্যেক দ্রব্যের উপর তুলসী দিবে। বাল্যভোগের প্রণালী দেখিয়া ভোগ নিবেদন কর। ভোগ নিবেদন করিয়া বাহিরে আসিয়া নিম্নলিখিত কীর্ত্তণটি করিবে :-

29

পারিশিষ্ট

কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয়

হস্ত মুখ প্রক্ষালিয়া যত সখাগনে ।
আনন্দে বিশ্রাম করে বলদেব-সনে ॥ ১২ ॥
জাম্বুল রসাল আনে তাম্বুল-মসলা ।
তাহা খেয়ে কৃষ্ণচন্দ্র সুখে নিদ্রা গেলা ॥ ১৩ ॥
বিশালাক্ষ শিখি-পুষ্প চামর চুলায় ।
অপূর্ব শয্যায় কৃষ্ণ সুখে নিদ্রা যায় ॥ ১৪ ॥
যশোমতি-আজ্ঞা পে'য়ে ধনিষ্ঠা-আনীত ।
শ্রীকৃষ্ণ-প্রসাদ রাখা ভুঞ্জে হ'য়ে শ্রীত ॥ ১৫ ॥
ললিতাদি সখীগণ অবশেষ পায় ।
মনে মনে সুখে রাখাকৃষ্ণ-গুণ গায় ॥ ১৬ ॥
হরি-লীলা একমাত্র যাহার প্রমোদ ।
ভোগ্যরতি গায় সেই ভকতিবিনোদ ॥ ১৭ ॥

ভোগের কার্য শেষ হইলে প্রসাদ-নৈবেদ্য পূর্ববৎ সকলকে নিবেদন করিবে। (বাল্যভোগের প্রণালী দেব) তৎপর চূড়া, বাঁশী ও মালা পরাইয়া, মন্দির খুলিয়া আরাধিত করিবে। আরাধিত পূর্ববৎ। আরাধিতের সকল দ্রব্য মূলমন্ত্রে নিবেদন করিবে। সকল বিগ্রহকে একসঙ্গে আরতি করিবে। প্রত্যেক বারে আরতি করিয়া হাত ধুইবে। সর্বশেষে ৩ বার শব্দ বাজাইবে। তৎপর শ্রীশ্রী গুরু-গৌরাম-গান্ধিক-গিরিধারী ও সর্বগরিকরবর্ণের জয়ধ্বনি দিয়ে ৪ বার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে।

অপরোধ ক্ষমাণ মন্ত্র—

ওঁ মন্ত্রহীনং ক্রিয়াহীনং ভক্তিহীনং-জ্ঞানদিন ।
যৎ পূজিতং ময়া দেব পরিপূর্ণং তদন্তু মে ।
যদন্তু ভক্তিমাত্রাণ পত্রং পুষ্পং ফলং জলম্ ।
আবেদিতং বিনেদ্যন্তু তদ গৃহগানুকম্পয়া ॥
বিধিহীনং মন্ত্রহীনং যথাকিঞ্চিদুপপাদিতম্ ।
ক্রিয়ামন্ত্রবিহীনম্ তৎসর্বং ক্ষন্তুমর্হসি ॥
অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদন্তু যন্ময়া কৃতম্ ।
ক্ষন্তুমর্হসি তৎ সর্বং দাস্যো নৈব গৃহ্যণ মাম্ ॥

তৎপর চরণামৃত গ্রহণ করিয়া শ্রীবিগ্রহগণের শয়ন দিবে। ঘন্টাধ্বনি করিতে করিতে তিন বিগ্রহকে ৩ বার করিয়া পুষ্পাজল দিবে এবং চূড়া ও বাঁশী খুলিয়া বলিবে—

শয়নমন্ত্র— “আগচ্ছ শয়নস্থানং প্রিয়াভিঃ সহ কেশব ।
দিব্যপুষ্পাঢ্যশয্যায়াং সুখং বিহর মাধব ॥”

শয়নের পর শ্রীমন্দির বন্ধ করিয়া বাহিরে আসিয়া সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে।



তিলকধারণ মন্ত্র—

লনাটে কেশবায় নমঃ । দক্ষিণ ঋক্কে ত্রিবিক্রমায় নমঃ ।
উদরে নারায়ণায় নমঃ । বাম পার্শ্বে বামনায় নমঃ ।
বক্ষঃস্থলে মাধবায় নমঃ । বাম বাহুতে শ্রীধরায় নমঃ ।
কণ্ঠকুপকে গোবিন্দায় নমঃ । বাম ঋক্কে হৃষীকেশয় নমঃ ।
দক্ষিণ কুক্ষে বিষ্ণুবে নমঃ । পৃষ্ঠে পদ্মনাভায় নমঃ ।
দক্ষিণ বাহুতে মধুসূদনায় নমঃ । কটিতে দামোদরায় নমঃ ।
পরে হস্ত প্রক্ষালন করিয়া মন্তকোপরি দিয়া বলিবে—
বাসুদেবায় নমঃ ।

তুলসী-স্নানের মন্ত্র—

ওঁ গোবিন্দবল্লভাং দেবীং ভক্তচৈতন্যকারিণীম্ ।
স্নাপয়ামি জগদ্ধাত্রীং কৃষ্ণভক্তিপ্রদায়িনীম্ ।

তুলসী-চয়ন মন্ত্র—

ওঁ তুলস্যমৃতজন্মাসি সদা ত্বং কেশবপ্রিয়া ।
কেশবার্থং চিনোমি ত্বাং বরদা ভব শোভনে ॥

তুলসী প্রণাম—

ওঁ বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবায় চ ।
কৃষ্ণভক্তিপ্রদে দেবি সত্যবৈতৈ নমো নমঃ ॥

নামাপরাধ— ১। যথার্থ (অর্থাৎ শ্রীহরিত্তি পরায়ণ) সাধুগণের নিন্দা,
২। শ্রীবিষ্ণু হইতে শিবাদি-দেবতার এবং শ্রীহরিনাম হইতে শিব-নামাদির
হতব্রতা-বিচার অর্থাৎ অন্যদেবে হতব্রত ঈশ্বরবুদ্ধি এবং শ্রীকৃষ্ণের নাম,
রূপ, গুণ ও লীলাকে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ হইতে পৃথক বিচার, ৩।
নামতত্ত্ববিদ, গুরুর প্রতি অবজ্ঞা, ৪। শ্রুতি ও তদনুগ শাস্ত্রের নিন্দা অর্থাৎ
নাম-মহিমাবাচক শাস্ত্রের নিন্দা, ৫। হরিনাম-মাহাত্ম্যে অর্থবাদ বা

প্রশংসা-বাক্যমাত্র মনে করা, ৬। হরিনাম মাহাত্ম্যের অণ্য প্রকার অর্থ-কল্পনা অর্থাৎ কাল্পনিক বলিয়া জ্ঞান, ৭। নামবলে পাপ-প্রবৃত্তি, ৮। অন্যান্য গুতকর্মের সহিত হরিনাম-কীর্তনের তুলনা বা সাম্যজ্ঞান ও নামগ্রহণ-বিষয়ে অনুবধান বা প্রমাদ, ৯। হরিনামে শ্রদ্ধাহীন, বিষ্ম-বৈষ্ণবের নাম-গুণ-শ্রবণে অনিচ্ছুক ও বিষ্ম-বৈষ্ণব-বিমুখ ব্যক্তির নিকট নামোপদেশ দান, ১০। দেহেতে 'আমি' ও 'আমার'-বুদ্ধিবশতঃ হরিনামের মাহাত্ম্য শ্রবণ করিয়াও শ্রীনামের অপ্রীতি।

কোন প্রকারে অসাবধানতাবশতঃ নামাপরাধ হইলে শ্রীনামের একান্ত শরণাগত হইয়া অবিশ্রান্তভাবে শ্রীনাম কীর্তন করিলে শ্রীনামই নামাপরাধীকে সমস্ত অপরাধ হইতে মুক্ত করেন।

সেবাপরাধ

(শ্রীবিগ্রহে অর্চনকারী সেবাপরাধ হইতে সতর্ক থাকিবে)

আগমোক্ত- ১। যান অর্থাৎ শিবিকাদি-যোগে ও কোন প্রকার পাদুকা পরিধানপূর্বক তগবদগৃহে গমন, ২। তগবৎ-প্রীত্যর্থ তগবানের জন্যাদিযাত্রা-মহোৎসবস না করা।

শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে- ৩। প্রণাম না করা, ৪। এক হস্তে প্রণাম, ৫। প্রদক্ষিণ, ৬। পাদ-প্রসারণ, ৭। পর্যঙ্কবন্ধনপূর্বক অর্থাৎ হস্তদ্বয়-দ্বারা জানুদ্বয় বন্ধনপূর্বক উপবেশন, ৮। শয়ন, ৯। ভোজন, ১০। মিথ্যাভাষণ, ১১। উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা, ১২। পরস্পর ইতর কথা আলোচনা, ১৩। রোদন, ১৪। কলহ, ১৫। কাহারও প্রতি নিগ্রহ, ১৬। কাহারও প্রতি অনুগ্রহ, ১৭। সাধারণের প্রতি নিষ্ঠুর বাক্য ব্যবহার, ১৮। পরনিন্দা, ১৯। পরতুতি, ২০। অশ্লীল বাক্য ব্যবহার, ২১। আপনবাস্য-পরিত্যাগ, ২২। অন্যকে অভিবাদন, ২৩। পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া উপবেশন, ২৪। তাম্বুল-চর্বণ, ২৫। উচ্ছিষ্ট-লিঙ্গ দেহে ও অণুচি অবস্থায় শ্রীবিগ্রহের বন্দনাদি, ২৬। লোমকঞ্চল ধারণ করিয়া সেবাকার্য্যদি করা, ২৭। সামর্থ্যসত্ত্বেও অল্প উপচারে বা অল্পব্যয়ে পূজা উৎসবাদি করা অর্থাৎ বিতুষাটা, ২৮। অনিবেদিত বস্ত্র-গ্রহণ, ২৯। যে কালের যে ফল-শস্য প্রভৃতি দ্রব্য সেই সময়ে তাহা তগবানকে না দেওয়া, ৩০। আনীত দ্রব্যের অগ্রভাগ অপরকে দিয়া অবশিষ্ট দ্রব্য তগবানকে দেওয়া, ৩১।

গুরুদেবের অগ্রে স্তুবাদি না করিয়া মৌনভাবে অবস্থান, ৩২। গুরুদেবের সম্মুখে নিজের প্রশংসা, ৩৩। দেবতানিন্দা।

বরাহপুরানোক্ত- ৩৪। অঙ্ককার-গৃহে শ্রীমূর্তি স্পর্শ করা, ৩৫। বিনা বাদ্যে শ্রমদিরের ঘর উন্মাতন, ৩৬। বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারে শ্রীহরির সেবা, ৩৭। কুক্কুরদৃষ্ট দ্রব্য তগবানকে নিবেদন, ৩৮। পূজাকালে মৌনী না থাকা, ৩৯। দন্তধাবন না করিয়া পূজা, ৪০। অযোগ্যপুষ্্প পূজা, ৪১। স্ত্রীসজোগাতে পূজা, ৪২। রক্তবলা স্ত্রী স্পর্শপূর্বক পূজা, ৪৩। শবস্পর্শপূর্বক পূজা, ৪৪। রক্তবর্ণ, নীলবর্ণ, অধোত, অপরের ব্যবহৃত ও মলিন বস্ত্র পরিধানপূর্বক পূজা, ৪৫। মৃদদর্শনান্তে পূজা, ৪৬। ক্রোধভরে শ্রীবিগ্রহ স্পর্শ ও সেবা করা, ৪৭। শ্মশানে গমন করিয়া শ্রীবিগ্রহসেবা, ৪৮। গাত্রে তৈল মাখিয়া শ্রীবিগ্রহের স্পর্শ ও সেবা, ৪৯। এরওপরে রক্ষিত পুষ্পের দ্বারা পূজা, ৫০। ভূমিতে বা পীঠে উপবেশনপূর্বক পূজা, ৫১। বাসি বা যাচিত পুষ্পের দ্বারা অর্চন, ৫২। পূজাকালে নিষ্ঠীবন-ত্যাগ, ৫৩। নিজে বড় পূজক বলিয়া অভিমান, ৫৪। তির্যকপুত্র ধারণ, ৫৫। পাদরুপ্রক্ষালন না করিয়া শ্রীমন্দিরে প্রবেশ, ৫৬। স্নান করাইবার সময় বামহস্তদ্বারা শ্রীমূর্তিস্পর্শ, ৫৭। অবৈষ্ণবপাচিত অন্ন শ্রীভগবানে নিবেদন, ৫৮। অবৈষ্ণবের সম্মুখে শ্রীবিগ্রহের পূজা, ৫৯। ঘর্মাঙ্ক দেহে পূজা, ৬০। কাপালিককে দর্শন করিয়া পূজা, ৬১। নির্মালা-উল্লেখন, ৬২। তগবানের নাম নইয়া শপথ ও ৬৩। ভগবৎপ্রতিপাদক শাস্ত্রে অনাদরপূর্বক অন্যশাস্ত্রে সমাদর।

ধামাপরাধ

১। শ্রীধামপ্রদর্শক শ্রীগুরু প্রতি অবজ্ঞা, ২। শ্রুধামকে অনিত্যবোধ, ৩। শ্রীধামবাসী ও শ্রীধাম-ভ্রমণকারীর প্রতি হিংসা ও জাতি বুদ্ধি, ৪। শ্রীধামে বসিয়া বিষয়কার্য্যাদির অনুষ্ঠান ৫। শ্রীধাম সেবাচ্ছলে শ্রীনাম-বিগ্রহের ব্যবসায় ও অর্থোপার্জন, ৬। শ্রীধামকে জড় মনে করিয়া জড়দেশের বা অন্য দেবতীর্থের সহিত সমজ্ঞান ও পরিমাণ-চেষ্টা, ৭। শ্রীধামবাসচ্ছলে পাপাচরণ, ৮। শ্রীনবদীপ ও শ্রীবৃন্দাবনে তেদজ্ঞান, ৯। শ্রীধাম মাহাত্ম্য-মূলক সাত্ত্ব শাস্ত্রের নিন্দা ও ১০। শ্রীধাম-মাহাত্ম্যে অবিশ্বাসমূলে অর্থবাদ ও কল্পনা-জ্ঞান।

উপসংহার

বিশেষভাবে শ্রুতিরগৌরাঙ্গ-গান্ধার্বী-গিরিধরের সুখের চিন্তা সর্বদা পূজকের চিন্তের মধ্যে জাগরুক থাকা চাই। যথা, ঘনবর্ষা হইলে শ্রীবিগ্রহের স্নান করান নিষেধ। শীতকালে গ্রীষ্মঋতুর পাখাদির চালনা বন্ধ করা উচিত। বিশেষ বিশেষ পর্বাহে পঞ্চামৃতে স্নান করান শ্রীভগবানের প্রীতিকর। সৌষ্ঠবক্রমে নবনবায়মানভাবে সেবার যতই বৃদ্ধি করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। মহাপ্রীত্যাম্পদ গুরুজনের প্রতি যেরূপ ব্যবহার সমুচিত, তাহা অপেক্ষা অধিক গুণে সঙ্কম ও প্রীতির সহিত তাদৃশ আচরণ শ্রীবিগ্রহগণের প্রতি করিতে হইবে। সেই ইষ্টদেব যে পূর্ণচেতন বস্তু এবং প্রীতির আদান-প্রদানে অত্যন্ত সুখী ও কেবল সেই সমস্ত লীলার জন্য শ্রীবিগ্রহরূপে তাঁহার মর্ত্যলোকে অবতার, এই কথাগুলি সর্বদা হৃদয়ে জাগরুক না থাকিলে সমস্ত অর্চনের ফল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে। পূজকের সহিত উপাস্য বর্গের সাক্ষাৎকার, আলাপ, প্রীতিদান প্রভৃতিই অর্চনের চরমফল বুঝিতে হইবে।

